দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 AUG 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2 ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির দরুন বছরে কোটি কোটি টাকা গচ্চা

।। আবদুর রহীম ।।

ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে একদিকে যেমন প্রতি বছর শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। অপরদিকে তেমনি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই এই ডাইরেক্টরেট তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি

৭ এর পাতায় দেখুন

কোটি টাকা গচ্চা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ।

এ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার পূর্ব মুহূর্তে সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব পিডব্লিউডি'র হাতে ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের চাহিদার উপর ভিত্তি করে করা হতো। কিন্তু ফ্যাসিলিটিজ পরিদপ্তরের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার পর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের চাহিদার উপর ভিত্তি না করে ফ্যাসিলিটিজ পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খেয়াল-খুশির ভিত্তিতে হয়ে থাকে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের বেলায়ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের মতামতের তোয়াক্কা করা হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অথচ বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে প্রতি বছর বরাদ্দকৃত বাজেটের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করা হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান-প্রধানের যেটুকু ভূমিকা পূর্বে ছিল ফ্যাসিলিটিজ পরিদপ্তর সৃষ্টির পর সেটুকু ভূমিকা খর্ব হওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত কোন জরুরী সমস্যার সমাধান পাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কয়েকটি উদাহরণ

প্রকাশ, বহুদিন যাবত নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পাখা লাগানোর জন্যে অনেক লেখালেখি করে কোন ফল না পেয়ে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হলে ডাইরেক্টরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি এবং অদূরভবিষ্যতে এর কোন সমাধানের সম্ভাবনা না থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

...দিকে মিরপুর বেঙ্গলী মিডিয়াম হাই স্কুলটি সরকারী হওয়ার পর থেকে আজ অবধি ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে ক্লাস করলেও ডাইরেক্টরেট এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ ছাড়া গাজীপুরের কাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫শ' ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মাত্র ২০টি বেঞ্চে বসে ক্লাস করতে হয়। ডাইরেক্টরেট এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

অন্যদিকে ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট কর্মকর্তাদের ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকাশ, আত্মীয় না হলে অথবা স্বার্থ আদায় না হলে টেণ্ডারের মাধ্যমে কাজ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার বলে সূত্র উল্লেখ করেছে। এর পরও যদি কেউ কোন কাজ পান; কাজ সমাপ্তির পর স্বার্থ আদায়ের জন্যে ফাণ্ড নেই বলে বিল আটকিয়ে রেখে অযথা হয়রানি করা হয় বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। সম্প্রতি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করার সময় দুর্নীতি দমন বিভাগ ২ জন প্রকৌশলীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেটের কর্মকর্তাদের স্বজনপ্রীতির ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে বিভাগের ৪৪নং এবং ৭নং গ্রুপের কাজে। একটি কাজ হাতে আছে এমন একটি তুচ্ছ অভিযোগে ৪৪ নং গ্রুপের কাজটি সর্বনিম্ন দরপত্র প্রদানকারীকে দেয়া হয়নি। একইভাবে ৭নং গ্রুপের বিজ্ঞানাগার তৈরীর একটি কাজ টেণ্ডারে তথ্যগত ভুল আছে এ ধরনের একটি মিথ্যা অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাজ দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এভাবে কাজ দেয়ার ফলে কাজের গুণগত মান খুবই নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগকারীরা জানান। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পূর্বেই নির্মাণাধীন ভবনে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খিলগাঁও রেলগেটের কাছে খিলগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি কিছু দিন পূর্বে তৈরী হলেও প্লাস্টার খসে ... পড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় ভবনটি তৈরীর সময় পানি ও বিদ্যুৎ বিলের প্রায় ৪০ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অথবা ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট পরিশোধ না করায় তা এখন বিদ্যালয়ের ঘাড়ে চেপেছে। সম্প্রতি বিদ্যালয় ভবনটিতে ওরস্যালাইন কোম্পানীর একটি বৃহৎ বিজ্ঞাপন লাগানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ডিজি প্রাইমারীর নিকট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। উক্ত বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত টাকা ভিন্নপথে ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট কর্মকর্তাদের হাতে যাচ্ছে বলে বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন সন্দেহ করছেন।

বর্তমান শিক্ষা ভবনটিতে প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং ফ্যাসিলিটিজ—এ তিনটি ডাইরেক্টরেটের অবস্থান। প্রতি দিন এখানে কয়েক শ' শিক্ষক-কর্মচারী ও ঠিকাদারদের ভিড়ের কারণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ভবনের গেটে একটি অভ্যর্থনা কক্ষ নির্মাণের নির্দেশ দিলেও আজ অবধি এর কাজ সম্পন্ন হয়নি। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে এ কাজ সমাধা করার নির্দেশ দিয়েছেন।